ইউনিট- ৫

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সম্প্রসারণ

অধিবেশন- ১

শিক্ষার্থী ও শিখন ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, উপকরণের উত্তম ও সাবলীল বিন্যাসের কৌশল নির্ধারণ

লক্ষ্য

- শ্রেণি শিখনে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষোপকরণ বিন্যাসের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

অধিবেশন- ২

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও দক্ষতার ব্যবহার

লক্ষ্য

- শ্রেণিব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেতন করা।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

শিক্ষার্থী ও শিখন ব্যবস্থাপনার নীতিমালা, উপকরণের উত্তম ও সাবলীল বিন্যাসের কৌশল নির্ধারণ

ভূমিকা

শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন এর সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে নিতে হয়। তার জন্য তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা থাকছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণি শিখনে শিক্ষার্থীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃতব্য বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে উপকরণগুলির সহজ ও কার্যকরী বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্ব– ক

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণিশিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা সম্পর্কে ধারণা গঠনের জন্য চিত্র- ১ ও চিত্র- ২ এ উপস্থাপিত দুজন শিক্ষার্থীর ছবির অভিব্যক্তি, মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা লিখুন।

- চিত্র- ১ এ শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি কিরূপ?
- চিত্র- ২ এ এখানে শিক্ষার্থী কী করছে?
- চিত্র- ১ এ শিক্ষার্থীর চোখের প্রকাশভঙ্গি, তার আগ্রহ, উদ্দীপনা সম্পর্কে কি ধারণা দিচ্ছে? চিত্রের শিরোনাম সম্পর্কে কি আপনি একমত?
- চিত্র- ২ শিক্ষার্থীর কী অবস্থা, চিত্রের শিরোনাম কি যথার্থ হয়েছে?

উত্তর লেখার পর আপনি ক্রমান্বয়ে নিচের কাজগুলো করবেন:

১. শিখনে শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকার জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রেণিব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচ মিনিট ভেবে একটি বর্ণনা তৈরি করুন।

২. প্রয়োজনীয় শ্রেণিপরিবেশ গড়ে তোলার জন্য একজন শিক্ষক কী কী নীতি অনুসরণ করবেন সে সম্পর্কিত একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করুন ও পোস্টার কাগজে লিখুন।

৩. নিজেদের উদ্ভাবিত খসড়া নীতিসমূহ পরবর্তী টিউটোরিয়াল সেশনের শুরুতে দেখে নেবেন।

৪. পোষ্টার কাগজে লেখা খসড়া নীতিগুলো অন্যদের পড়তে দিন।

৫. সবশেষে আপনারা সবার লিখিত উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান নীতিসমূহ নির্বাচন করবেন এবং একটি সমন্বিত নীতিমালা চূড়ান্ড় করবেন।

গ্রহণযোগ্য নীতিমালার মধ্যে নিম্নরূপ অংশ থাকতে পারেঃ

শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করা, শিক্ষার্থীকে সত্য এবং বাস্ড়ব অবস্থার সাথে পরিচিত করা, শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের মানসম্পন্ন (Quality Time) সময় দেয়া ও তার মতামতের প্রতি মনোযোগী হওয়া, নিজেকে শিক্ষার্থীদের নিকট নির্ভরযোগ্য করে তোলা, কৌশলী হওয়া, সময় সচেতনতা বৃদ্ধি করা, স্থির ও দৃঢ়চেতা হওয়া, স্নেহপরায়ন হওয়া ইত্যাদি।

পর্ব– খ

প্রশিক্ষক এই পর্বের শুরুতে উপকরণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ও সাধারণ ধারণা তৈরি করার লক্ষ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করুন:

প্রশ্ন- ১: ডাষ্টার, কলম এবং চক এগুলো নিশ্চয় আপনারা সবাই চেনেন?

প্রশ্ন- ২: এগুলোর সাহায্যে কি প্রকৃতির কাজ করা হয়?

সম্ভাব্য উত্তরঃ
শিখন-শিক্ষণ দ্বিপাক্ষিক কর্মতৎপরতামূলক কাজ করা হয়।

এ সমস্ড়দ্রব্যাদি ছাড়া কি শ্রেণিকক্ষের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে?

প্রশ্ন- ৩: এগুলো কি শিক্ষোপকরণ?

সম্ভাব্য উত্তরঃ
না এগুলো শিক্ষোপকরণ নয়, কারণ এগুলো শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

প্রশ্ন- ৪: তাহলে উপকরণ কি? এর উত্তরে আপনারা কি বলবেন?

২-৩ মিনিট সময় ধরে চিন্তা করে উত্তর তৈরি করুন। পরবর্তীতে আপনি নিম্নোক্ত কাজসমূহ করবেন:

৬. শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী শিক্ষাপকরণের একটি করে তালিকা তৈরী করুন।

অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু

বিদ্যালয়ে শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এবং শ্রেণিকক্ষের সকল কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেখানে,

- শিক্ষার্থী নিজেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করার সুযোগ পায়।
- বিষয়বস্তুর প্রতিটি দিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে শিক্ষার্থী আগ্রহী হয়।
- শিক্ষার্থী অন্যের মতামত শোনে, নিজের মত প্রকাশ করে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এসব কিছুই দ্বিধাহীনভাবে, স্বাচ্ছন্দে এবং আনন্দ সহকারে করার জন্য উপযুক্ত শ্রেণি পরিবেশ অপরিহার্য। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একজন দক্ষ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নির্ভরযোগ্য, স্বস্তিপূর্ণ ও আন্ড়রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রম বিষয়ক যে কোন কাজ স্বচ্ছন্দে করে ফলে স্বত:স্ফূর্তভাবে যা শিখবে তা স্থায়ী শিখনে রূপান্ড়রিত হবে।

সুষ্ঠু শিখন পরিবেশের কয়েকটি শর্ত নিচে তুলে ধরা হলো:

- নির্ভরযোগ্যতা শিখন পরিবেশের জন্য অন্যতম একটি শর্ত। শিক্ষার্থীর মনে কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয় বা সন্দেহ থাকলে এগুলো তাকে শিক্ষক এবং সমগ্র শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ থেকে বহু দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য পরিবেশে শিক্ষার্থী তার সহপাঠিদের সাথে দ্বিধাহীনভাবে মেলামেশা করে, ভাবের আদান-প্রদান করে, শ্রেণিকক্ষের যে কোন উপাদান সম্পর্কে কৌতুহলী হয় এবং জানার জন্য প্রয়োজনে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়।

- ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা অবাধে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুর জটিল দিকগুলো বিশে- ষণ ও ব্যাখ্যা করতে শেখে। এরকম পরিবেশে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মত প্রকাশে কখনই বাধা দেন না, তারা কোন বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে চেষ্টা করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গতিবিধি থাকতে হবে।

- ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শিক্ষক শ্রেণি পরিবেশকে আন্ড়রিক করে তুলতে পারেন। শ্রেণি পরিবেশের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের মধ্যে শিক্ষক নিজেও একজন উপাদান। সুতরাং শ্রেণি পরিবেশ গঠনে তার স্বভাবগত বৈশিষ্টাবলী বিশেষ প্রভাব বিস্ড়র করে। শিক্ষক হবেন ধৈর্যশীল, নিষ্ঠাবান এবং শান্ত অথচ প্রাণবন্ড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শিক্ষার্থীর সকল ধরণের মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা ও দূর্বলতা তাকে ধৈর্য ও আন্ড়রিকতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। শিক্ষার্থী যদি উপলব্ধি করে যে শিক্ষক তাকে চেনেন, তার প্রতি তিনি মনোযোগী, স্নেহপরায়ণ তবে সেই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শ্রেণি সাড়া অনেক বেশি পাওয়া যায়।

উপরের শর্তগুলো পর্যালোচনা করে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষক আন্তরিক, সহানুভূতিশীল পরিবেশ গড়ে তুলবেন, কর্তৃত্বপূর্ণ, বিদ্রুপাত্মক বা পক্ষপাতমূলক নয়।

শিখন মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় সহজে অনুসরণযোগ্য কয়েকটি নীতির বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ করুন।

নির্দেশিত কাজ

- কাল্পনিক একটি শ্রেণিকক্ষ দৃশ্যের অবতারণা করে শ্রেণিশিক্ষণকালে শিক্ষার্থীদের কৃতকর্মের উপর পুরস্কার বা শাস্তি প্রয়োগ করা সম্পর্কিত কয়েকটি (২টি বা ৩টি) ঘটনা এবং শাস্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লিখুন আপনার বাড়ির কাজের খাতায় বা ডায়রিতে।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

শিক্ষার্থীর মৌখিক অভিব্যক্তি

চিত্র- ১: শিক্ষার্থীর (নিষ্ক্রিয় ভূমিকার) অভিব্যক্তি নাকি অভিব্যক্তি

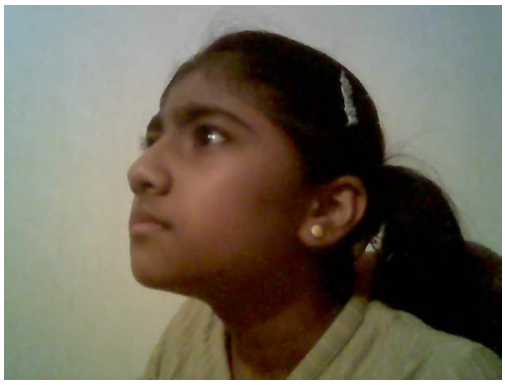

চিত্র- ২: শিক্ষার্থীর (সক্রিয় অংশগ্রহণের) জিজ্ঞাসাধর্মী

চিত্র- ৩: সামগ্রিকভাবে একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ, অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এটি একটি প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ)

ইউনিট-৫ **অধিবেশন-১**

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

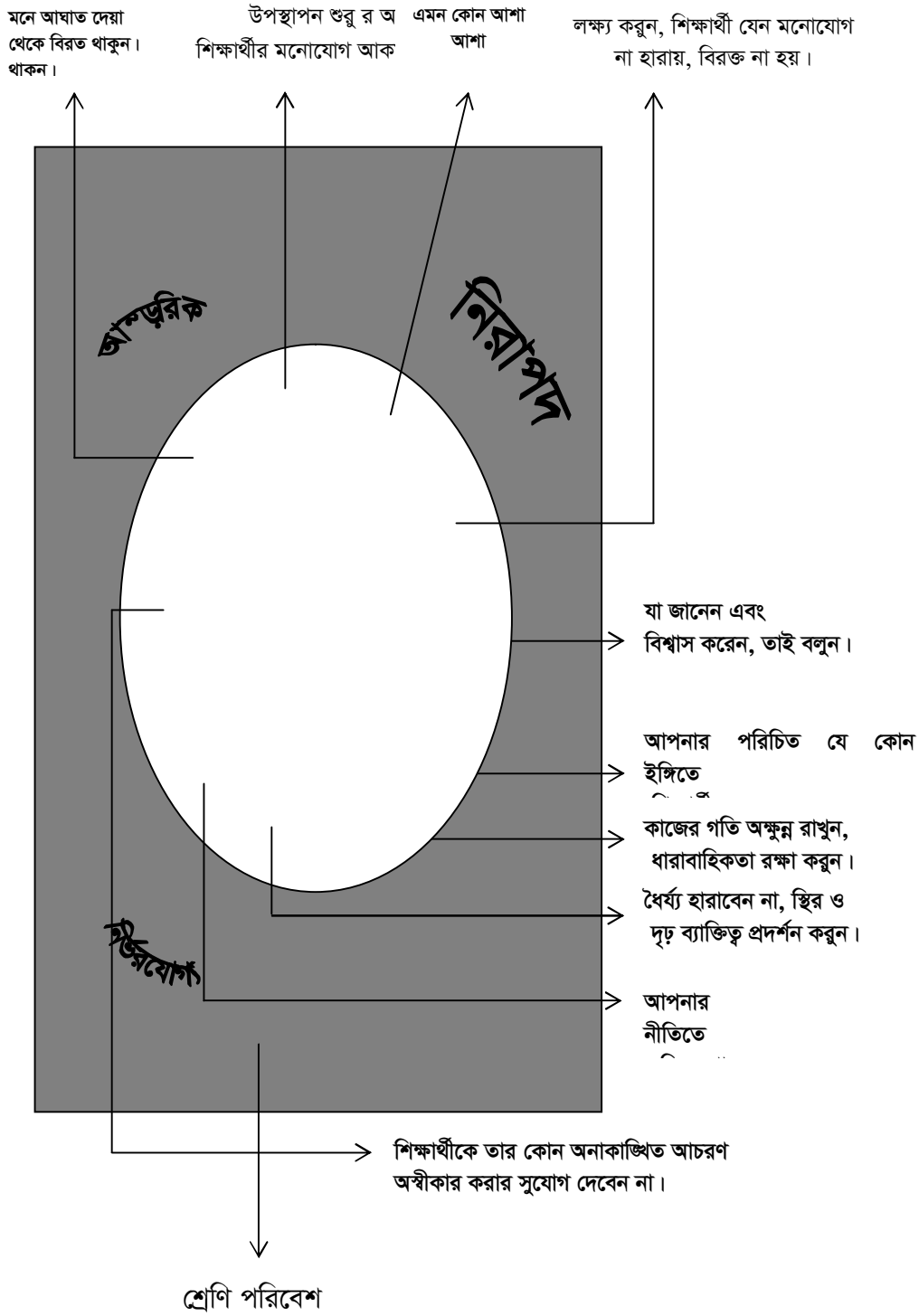

সফল শিখনের জন্য শ্রেণিকক্ষে উত্তম ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। শুধু পর্যাপ্ত শিক্ষোপকরণ থাকলেই চলে না, শিক্ষক যখন সেসব উপকরণ সময়মত যথাযথ ব্যবহার করে উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করেন তখনই শিখন সফল হয়। আবার শ্রেণিকক্ষে কিছুসংখ্যক উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকলে উপযুক্ত শিখন পরিবেশের অভাবে তাদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। সে কারণে একজন শিক্ষকের শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অপরিহার্য। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ পরিবেশ গঠনের সময় তিনি লক্ষ্য রাখবেন,

⇒ শিক্ষার্থীরা পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে কাজ করতে পারছে কিনা।

⇒ শিক্ষার্থীদের কোন শারিরীক বা মানসিক ক্ষতি হওয়ার ভয় আছে কিনা।

⇒ সহপাঠি এবং শিক্ষকের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য এবং শ্রেণিকক্ষের যে কোন উপকরণ ব্যবহার করতে শিক্ষার্থী ভয় পাচ্ছে কিনা বা সংকোচ করছে কিনা।

মূল কথা

উপযুক্ত শিখন পরিবেশ গঠনের জন্য শিক্ষককে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বহুমুখী গুণাবলি অর্জন করতে হয়।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

শ্রেণিকক্ষে উপকরণ বিন্যাস

শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয়, গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষোপকরণের ব্যবহার খুবই জর"রী। শিক্ষার্থীর সামনে কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করলে তারা অনেক সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে, প্রয়োগ করতে পারে এবং সে শিখন অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

কিছু আবশ্যকীয় বস্তু আছে যেমন, বই, চক, মার্কার, বোর্ড এসব প্রায় প্রতি বিষয়ের জন্য বিদ্যালয়ে সব সময়ই প্রয়োজন হয়। এগুলোকে আমরা উপকরণ বলবনা; উপকরণ বলতে আমরা ইঙ্গিত করি এমন সব বস্তুর প্রতি যেগুলো কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষ পাঠের ধারণা স্পষ্ট করার কাজে ঠিক সময়ে ব্যবহার করা হয়। উপকরণ যেটাই হোক না কেন তার যথার্থ ব্যবহার করাই সার্থক শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার অন্যতম শর্ত। যথাযথ উপকরণ যথার্থভাবে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য বাখতে হয়,

- উপকরণটি ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আছে কিনা অর্থাৎ শিক্ষককে তা নিজে তৈরি করতে হবে নাকি ক্রয় করতে হবে।
- উপকরণটি বহন করে শ্রেণিকক্ষে আনতে হবে কিনা, অর্থাৎ সেটি বহনযোগ্য কিনা।
- উপকরণ প্রদর্শনের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যেন তা প্রদর্শন বা ব্যবহারের সময় শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দৃষ্টিগোচর হয়।
- যে উপকরণ শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে ব্যবহার করবে, যেমন, বিজ্ঞান ক্লাশে জবা ফুল, গণিত ক্লাশের কোন উপকরণ, পোষ্টার কাগজ, আঁঠা বা scotch tape, বে- ড, ছুরি, মোম ইত্যাদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় বা পরিমানে আছে কিনা।
- শিক্ষণের সীমিত সময়ের মধ্যে ব্যবহারের জন্য উপকরণটি শিক্ষকের হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা, যাতে সময় নষ্ট না হয়।
- দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের দ্বারা উপকরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রেণিকক্ষে তার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে কিনা।
- শ্রেণিকক্ষের কিছু স্থায়ী উপকরণ এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা সেগুলো সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিখনের জন্য যে কোন সময় ব্যবহার করতে পারে; যেমন, দেয়ালে ঝোলানো কোন মানচিত্র, চার্ট, ছবি, কার্টুন, ক্যালেন্ডার, ঘড়ি ইত্যাদি। বই-পত্র বা ম্যাগাজিন বা অন্য যে কোন ধরণের শিখন সামগ্রী এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা একক বা দলগতভাবে তাদের নিত্যদিনের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া ব্যবহার করতে পারে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় শ্রেণিকক্ষের একটি সামগ্রিক চিত্রের মাধ্যমে উপকরণ বিন্যাসের সম্ভাব্য ধারণা দেওয়া হলো।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১**

কর্মপত্র- ৩ (চলতি)

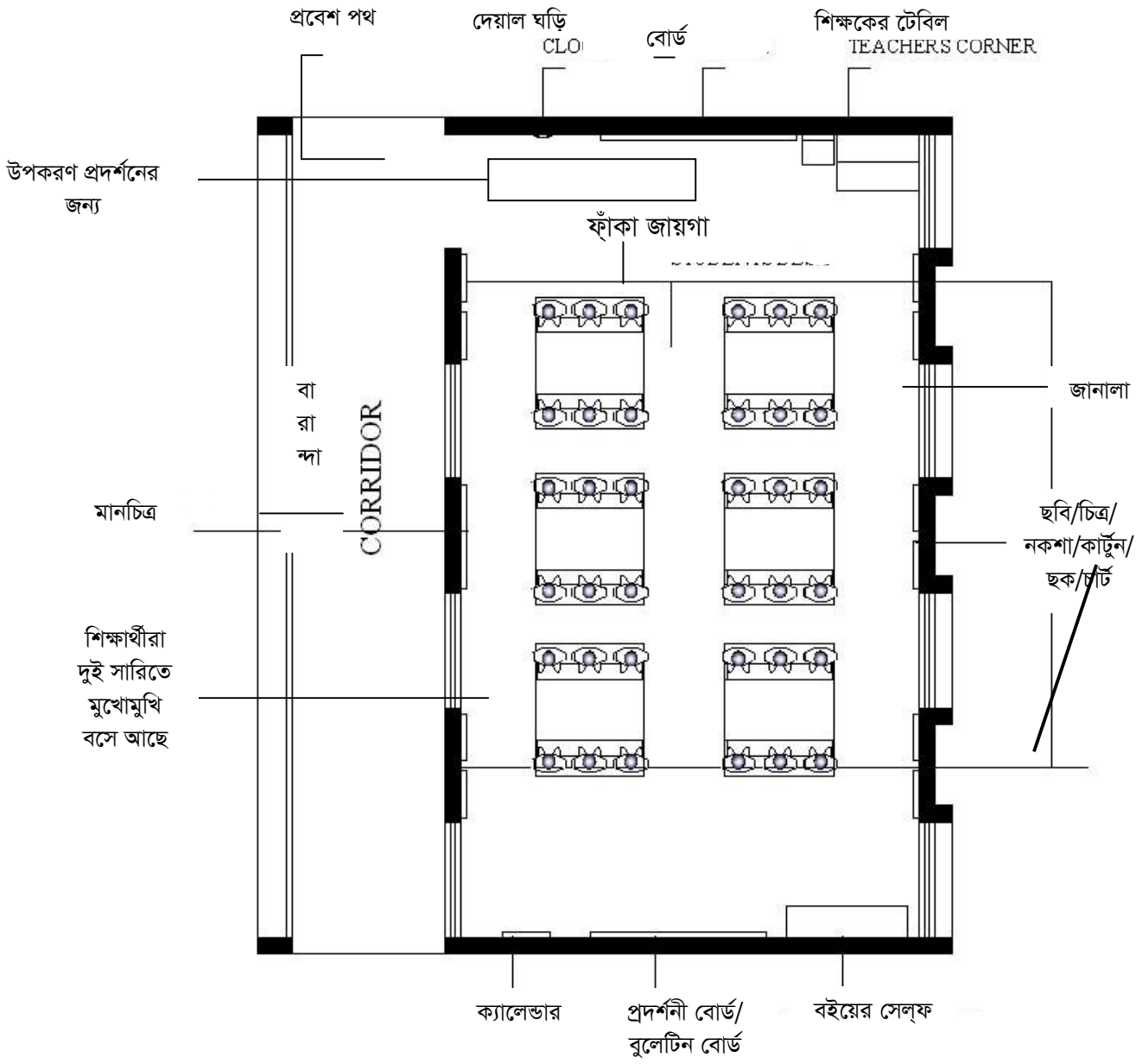

চিত্র- ৪: শ্রেণিকক্ষে আসবাবপত্র ও উপকরণবিন্যাস।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ২**

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও দক্ষতার ব্যবহার

ভূমিকা

একজন দক্ষ শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে একইসঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঠন-পাঠন ক্রিয় সফলভাবে পরিচালনার জন্যই তিনি মূলত এ কাজগুলো করেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া চলাকালে যেন শ্রেণিকক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে তার জন্য শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও কুশলী হতে হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- শ্রেণিকক্ষে প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা কী তা বলতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষে প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণ শেষ করে পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে আপনার দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কাজে পুরস্কার ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পুরস্কার ও শাস্তি প্রয়োগের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শৃঙ্খলাভঙ্গকারী শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের আচরণ কেমন হবে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- শ্রেণিকক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাজে নিজস্ব দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবেন।

এই পাঠটি মূলতঃ স্টাডি সেন্টারের টিউটরের তত্ত্বাবধানে দলীয় কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

পর্ব- ক

১. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সমন্বয়ে ৫/৬টি দল গঠন করবেন।

২. প্রতি দল থেকে একজন করে প্রশিক্ষণার্থীকে নির্বাচন করে তিনি পৃথক করবেন।

৩. দলের বাকী প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষকের ভূমিকায় কাজ করবে।

৪. দল থেকে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীকে শ্রেণিশিক্ষার্থী হিসেবে ধরে নিয়ে প্রতি দল পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ইতোপূর্বে চিহ্নিত শিক্ষার্থীর শাস্তিযোগ্য অথবা প্রশংসনীয় কোন কাজ বা ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখবেন। (প্রশিক্ষক তিনটি দলকে প্রশংসনীয় কাজ এবং তিনটি দলকে শাস্তিযোগ্য কাজ এর কাল্পনিক বর্ণনা বলবেন।)

৫. প্রতিদলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আপনারা চিহ্নিত প্রশিক্ষণার্থীকে তার কৃতকর্মের জন্য কিভাবে পুরস্কৃত করবেন বা শাস্তি দেবেন তা লিখবেন।

৬. চিহ্নিত প্রশিক্ষণার্থী প্রাপ্ত পুরস্কার বা শাস্তির উপর তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে।

৭. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী সহযোগে প্রতিদলের পরিস্থিতিগুলো পূণর্বিবেচনা করে একটি সামগ্রিক আলোচনা করবেন।

৮. এ সময় আপনারা সকলে নিজ খাতায় এই আলোচনাটি লিখে নেবেন।

পর্ব- খঃ ভূমিকাভিনয়

৮. প্রশিক্ষক ৫টি দল গঠন করবেন। প্রতিটি দলকে একটি শ্রেণি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

৯. প্রথমে ৩টি দল থেকে একজন করে শিক্ষক নির্বাচন করবেন। দলের বাকী সদস্য হিসেবে আপনারা অন্য সকলে শ্রেণিশিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করবেন।

১০. প্রতি শিক্ষক প্রতিনিধি তার নিজ শ্রেণি থেকে অসঙ্গত আচরণ বা শৃঙ্খলা বহির্ভূত আচরণকারী হিসেবে দু'জন করে শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করবে এবং তাদের আচরণের ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলকব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (প্রশিক্ষক সমগ্র পরিস্থিতি প্রশিক্ষণার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যায়ন করতে বলবেন)

১১. বাকী দু'টি দল থেকে একজন করে শিক্ষক নির্বাচন করবেন প্রশিক্ষক। অন্য সকলে শ্রেণিশিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করবে।

১২. দু'জন নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি তাদের নিজ শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করে শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এজন্য তারা অনুর্ধ দশ মিনিটের একটি শ্রেণিশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৩. প্রশিক্ষক সামগ্রিকভাবে কার্যক্রমটি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রয়োগের আঙ্গিকে পর্যালোচনা করবেন।

১৪. পরস্পর দলসমূহ অন্যের ভূমিকাভিনয় হতে একটি বর্ণনামূলক সারাংশ তৈরি করবেন।

নির্দেশিত কাজ

এবার প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী নিচের কয়েকটি আচরণের প্রতিটির প্রেক্ষিতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রতি প্রদানকৃত শাস্তি বা প্রশংসামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বক্তব্য চার্ট আকারে তৈরি করুন।

- সরাসরি মিথ্যা কথা বলা।
- শ্রেণি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কোন কাজে দল গঠন করা বা উস্কানিমূলক কোন কাজ করা। যেমন, কোন বিদ্রুপাত্মক কথা বলা বা চিত্র বোর্ডে আঁকা।
- শিক্ষকের দেয়া কোন নির্ধারিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে শেষ করা।

- শিক্ষকের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া।
- শ্রেণিকক্ষের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা, যেমন- দেরী করে শ্রেণিতে প্রবেশ করা।
- সহপাঠীদের সাথে মারামারি করা বা তাদের অকারণে উত্যক্ত করা।

মনে রাখবেন, ইউনিট ছয় এর অধিবেশনের দিন প্রথম ১০ মিনিট এ সম্পর্কিত দলগত প্রদর্শনধর্মী কাজ থাকবে।

এবার আপনারা মনোযোগ সহকারে মূল শিখনীয় বিষয়ের অংশ দুইটি পাঠ করুন।

মূল শিখনীয় বিষয়

ক. প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা

উত্তম শ্রেণিব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা অন্যতম একটি উপাদান। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অসঙ্গত আচরণ বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যে কোন আচরণ সমগ্র শ্রেণিপরিবেশ নষ্ট করে দেয়। ফলে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হ'ন। শিক্ষকের ব্যবস্থাপনাগত এই ত্রুটি সমগ্র শ্রেণীকক্ষে এমন কি অন্যান্য শিক্ষার্থী যারা মোটামুটি নিয়মনীতি মেনে চলে, তাদের উপরও প্রভাব বিস্ড়র করে।

শিক্ষার্থীর অসদাচরণ, নিয়মনীতি ভঙ্গকারী কাজ, ইত্যাদির জন্য সব ক্ষেত্রেই যে শিক্ষক-এর অদক্ষতা দায়ী তা নয় বরং দেশীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক অস্থিরতাসহ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দূর্বলতাগুলোই এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। তবে, শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্ড়রে সংঘটিত এবং প্রভাব বিস্ড়রকারী কিছু আচরণ আছে যেগুলো প্রতিরোধ করে শিক্ষক শ্রেণিপরিবেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন।

শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে শ্রেণিকক্ষে অনাকাঙ্খিত আচরণ প্রতিরোধ করার দক্ষতাকে প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা বলে।

বিভিন্ন ধরণের আচরণগত সমস্যা প্রতিরোধ করে শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষক যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণিব্যবস্থাপনায় সফল হতে পারেন। সাধারণভাবে একজন শিক্ষকের যেসব প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতার প্রয়োজন হয় সেগুলো হলো:

সংবেদনশীলতা (Sensitivity)

শ্রেণিকক্ষে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ স্থাপন ও মূল্যায়ন দক্ষতা অতি প্রয়োজনীয়। যে যেমন আচরণই করুক না কেন, আচরণের প্রকৃতি, কে করেছে, পরিবেশ পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, চাহিদা ইত্যাদি সব কিছুই শিক্ষকের বিবেচনায় আনতে হবে।

আচরণ নৈপূণ্য (Behavioural skill)

শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে যে আচরণ আশা করছেন, তার কোন অংশে শিক্ষকের নিজের আচরণে ঘাটতি আছে কিনা তা নিজে লক্ষ্য করে তিনি তা শুধরে নেবেন। যেমন, মার্জিত ভাষার ব্যবহার বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। লক্ষ্যণীয়, শিক্ষার্থীর সামনে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তার কোন সহকর্মী সম্বন্ধে কটুক্তি করবেন না।

একাধিক আচরণ সমস্যার প্রতি একই সময় মনোযোগ দেয়া (Overlappingness)

শ্রেণিকক্ষের প্রতিজন শিক্ষার্থীর পৃথক ব্যক্তিত্ব অনুসারে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হয়, সে অনুযায়ী তাদের আচরণেও ভিন্নতা থাকে। যেমন, কেউ একজন হাই তুলল, অন্যেরাও মজা পেয়ে একই রকম মুখ ভঙ্গি করল, অথবা শ্রেণিকক্ষের অন্যপ্রান্তে্ড় শিক্ষার্থী অন্য কোন ধরনের অসঙ্গত আচরণ করল কিনা ইত্যাদি সব কিছুই শিক্ষক একই সাথে লক্ষ্য করবেন এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

মূলত: অংশগ্রহণমূলক শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী সাধারণভাবে পঠিত বিষয়বস্তু ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায় না।

প্রতিটি ঘটনার প্রতি শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি (Withinness) জ্ঞাপন

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে শিখনের প্রতিটি স্তর এবং অন্য যে কোন ঘটনার প্রতিটি ধাপের প্রতি শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি থাকবে। কেন, কোথায় বা কী প্রেক্ষিতে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শিক্ষক অতি দ্রুততার সাথে তা স্পষ্ট করবেন।

কাজের গতি অক্ষুন্ন রাখা (Momentum)

শিক্ষক যদি পরিকল্পনা করেন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন তবে কাজের গতি অক্ষুন্ন থাকে, প্রতিজন শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা এবং নির্দিষ্ট সময়ের সবটুকু যথার্থভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এমন কি শিক্ষার্থীর কোন আচরণগত ত্রুটি মোকাবেলা করার জন্য যে সময় ব্যয় হয়েছে, সেটি সামলে নিয়েও শিক্ষক সামগ্রিকভাবে তার কাজের গতি রক্ষা করতে পারেন।

শ্রেণিকক্ষের নানারকম কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখা (Smoothness)

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সময়, শিখন সামগ্রী, উপকরণ, তথ্য ইত্যাদি সব কিছুর সুষম বিন্যাস প্রয়োজন এবং সেগুলো হাতের কাছে রাখা দরকার। সেইসাথে শিক্ষণ ছাড়াও শিক্ষার্থীর আচরণ সমস্যা বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য মূল ব্যবস্থাপনায় যেন ছন্দপতন না হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মোটকথা শিক্ষার্থীকে অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না বরং মনোযোগী হওয়ার পরিবেশ ধরে রাখতে হবে।

দলীয় মনোযোগ ধরে রাখা (Group Alerting)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কারণে শ্রেণি কক্ষের দলীয় মনোযোগ মাঝে মাঝে/হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের ব্যক্তিগত নজর এবং প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতি একই সময় একইভাবে দৃষ্টি রাখায় দলীয়ভাবে তারা কাজে মনোনিবেশ করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে।

খ. শিক্ষার্থীর অসদাচরণ এবং তার প্রতিকার

সাধারণভাবে আমরা শিক্ষার্থীর কোন অসদাচরণের জন্য তাকে শাস্তি দেয়াই যুক্তিসম্মত বলে মনে করি, কিন্তু মনে রাখতে হবে অবাঞ্ছিত আচরণ দূর করার শেষ চেষ্টা হ'ল শাস্তিদান। শুধু তখনই শাস্ড়ি দেয়া যায়, যখন অনেক রকম কৌশল প্রয়োগ করেও শিক্ষার্থীকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় না।

সুতরাং শাস্ড়ি দেয়ার আগে,

- শিক্ষার্থীর অন্যায় আচরণকে উপেক্ষা করার ভান করুন। বরং এ সময় অন্য শিক্ষার্থীর প্রশংসনীয় কাজকে সমর্থন করুন।
- নিয়মভঙ্গকারী কোন শিক্ষার্থীকে আপনি পছন্দ করেন না এটা যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী বুঝতে পারে। দেখবেন, অনেকেই নিয়মভঙ্গকারী শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে দল হতে বর্জন করবে।
- আপনার আলোচিত বিষয়বস্তুতে আপনি স্থির থাকুন।
- কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংশোধনের জন্য সময় লাগে, ধৈর্য্য হারাবেন না। শিক্ষার্থীর অন্যায় আচরণকে এক মূহুর্তের জন্যও আমল দেবেন না।

দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের কৌশল প্রয়োগের পরেও যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসে, তবে তাকে শাস্ড়ি দিন। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার আগে ভাবুন,

- কাস্তির ফলাফল কী হবে
- শিক্ষার্থীর আদৌ কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হবে কিনা
- তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা
- অন্যান্য শিক্ষার্থীর মধ্যে এর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে

এসব কিছু ভেবে নিয়ে যদি দেখেন শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং শিখন পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শাস্ড়ি দেয়া জরুরী, তখন শিক্ষার্থীর অপরাধের মাত্রার উপর নির্ভর করে।

- মৃদু ভৎর্সনা করুন।
- কঠোর তিরস্কার করুন।
- তার কাজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন।
- শ্রেণি থেকে তাকে সাময়িকভাবে বর্জন করুন।
- শ্রেণির বাইরে রাখুন।
- আনন্দ থেকে বঞ্চিত করুন।
- মাসিক পরীক্ষায় মোট নম্বর থেকে ১/২ নম্বর কমিয়ে দিন।

বছরের শুরুতেই শিক্ষাথীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষক যদি শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে সারা বছর ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। নিচে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

- নিয়মনীতি স্থির করুন, শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেই এটি করা যেতে পারে। এবং নিয়মভঙ্গ করলে কী হবে অর্থাৎ কী শাস্তি বা ফলাফল শিক্ষার্থীকে ভোগ করতে হবে সেটিও তার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার।
- বস্তুত: আপনি এবং বিদ্যালয় পরিবেশ শিক্ষার্থীর কাছে কী ধরণের আচরণ প্রত্যাশা করছে তা তার কাছে স্পষ্ট হতে হবে। শুধু তাই না, নিয়মনীতির এই প্রয়োগ যেন প্রহসন না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। অর্থাৎ নিয়ম যেন স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন না হয়। শিক্ষার্থীকে নিয়মনীতি ও আপনার প্রতি আস্থাবান করে তোলা জরুরী।

- শিক্ষার্থী এমন পরিবেশ চায়, যেখানে সে নিজের ইচ্ছেমতো মুক্ত, স্বাধীন হয়ে বিচরণ করতে পারবে; সেটি গুরু-গম্ভীর কোন পরিবেশ না, বরং শিক্ষার্থীর চিত্তের বিকাশ ঘটানোর যথেষ্ট উপাদান সে পরিবেশে থাকবে। তবে শেখানোর জন্য যাবতীয় উপাদান আপনাকে এর মধ্যেই বিন্যস্ত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং সমস্যা হতে কোন সময়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সর্বক্ষণ শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিন। শিক্ষার্থী যেন লজ্জা বা ভয় পেয়ে সরে না থাকে।
- শিক্ষার্থীর প্রতিটি কাজের তদারকী করুন। কাজের কোন স্ড়রে যেন সে নির্দেশনার অভাবে গতি হারিয়ে না ফেলে। এভাবে প্রতি মূহুর্তে শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ রাখলে সে শিক্ষকের প্রতি নির্ভরশীল ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠে। ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের উপস্থিতিতে অসঙ্গত কোন আচরণ করার কথা সে ভাবতেই পারবে না। প্রতিদিনের অভ্যাসে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলা অনুসরণ করে চলা হয়ে উঠবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।
- শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেয়ার সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। শিক্ষার্থীও আপনাকে কিছু বলার সময় আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে, এটি নিশ্চিত করবেন।
- ব্যক্তিগতভাবে কোন অন্যায় কাজ করবেন না। যেমন, পক্ষপাতিত্ব, দেরী করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা ইত্যাদি।
- পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোন কাজ শিক্ষার্থী করতে চাচ্ছে কিনা, লক্ষ্য রাখুন, এবং সেরকম পরিস্থিতিতে সেখান থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে নিতে চেষ্টা করুন।
- কোন শিক্ষার্থীর দিকে দীর্ঘ সময় ধরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন না, বারবার ঘুরে ঘুরে সকল শিক্ষার্থীর দিকে তাকাবেন।
- শিক্ষার্থী অনেক সময় ভুল করে কোন অন্যায় আচরণ করে ফেলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা শুধরে নেয়ার জন্য পরামর্শ দিন এবং কিভাবে সে তা করতে পারে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিন।